২৭/৮/২০০৭

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৪৮ কলাম ৩ .....

দৈনিক ইনকিলাব

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের প্রতি এ বৈষম্য কেন?

Education is the Backbone of Nation– 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত সে জাতি তত বেশী উন্নত। এ চির সত্য কথাগুলো আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করি, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ করতেও আমরা কুণ্ঠাবোধ করি না। সম্প্রতি এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষার ফলাফলই যার বাস্তব প্রমাণ। নতুন গ্রেডিং পদ্ধতির ফলাফলে দেখা গেছে মাদ্রাসার কোন ছাত্রছাত্রীই জিপিএ-৫ পয়েন্ট লাভ করেনি। তার প্রধান কারণ হল, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এসএসসি পরীক্ষাতেই ৪৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ রয়েছে। পক্ষান্তরে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা মাত্র ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে পারছে। যার ফলে কোন মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী ৫ পয়েন্ট পায়নি এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে কোনদিনই মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা ৫ পয়েন্ট পাবে না। কারণ রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরদাতাদের সাথে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন অবান্তর। ফলে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে নম্বর স্কোর করতে পারছে অথচ মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা সুযোগের অভাবে সে নম্বর স্কোর করতে পারছে না। এতে করে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল কোনো সাবজেক্টে লেখাপড়া করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে আওয়ামী সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বাংলা, ইংরেজী, সাংবাদিকতাসহ বেশ কয়েকটি সাবজেক্টে যোগ্য থাকা সত্ত্বেও মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি বন্ধ করে দিয়েছে। তাহলে শিক্ষার ক্ষেত্রে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের প্রতি কেন এ বৈষম্য? সুতরাং দেশের বৃহত্তর স্বার্থে অবিলম্বে এ বৈষম্য দূর করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আবু জাফর মুঃ সালমান
ছুপুয়া, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।